মেধাবী যারা কেমন তারা

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। মানুষ মরণশীল হলেও তার সব বিখ্যাত কীর্তিকর্মগুলো অমর থেকে যায়। আমরা সাধারণত মনে করি, প্রতিবন্ধী মানেই অচল-অকেজো। তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না বা সে জীবনে কোন কিছুই করতে পারবে না। তবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রতিবন্ধীরাও পৃথিবীতে আজো অমর হয়ে আছেন, তাদের বিচিত্র সব কর্মের মাধ্যমে। পৃথিবীতে এমন কতিপয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিত্ব রয়েছে তাদেরকে আমাদের সবসময়ই স্মরণ করতে হয় যাদেরকে নিঃসন্দেহে বলা যাবে- পৃথিবীর অন্যতম প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী। এই প্রতিভাবান প্রতিবন্ধীরা কেউ কেউ জন্ম হতে প্রতিবন্ধী আবার কেউ কেউ জন্মের পর কোন-না কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী। সবচেয়ে বড় কথা হল- এরা প্রতিবন্ধী হয়েও সমাজ-সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে গেছে। নিম্নে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ১২জন প্রতিবন্ধীর সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

(১) হোমার ঃ প্রখ্যাত গ্রীক মহাকবি ও দার্শনিক হোমার যাকে বলা হয় অন্ধ কবি বা Blind Bird. বিশ্বের দুটি প্রধান ও প্রাচীন মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডেসীর রচয়িতা হোমার নিজে লিখতে পারতেন না তার কথাগুলো অন্য কেউ লিখে রাখতেন। তার কারণ ছিল তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। প্রতিভাবান

প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীর তালিকায় তার স্থান প্রথমসারির শীর্ষেই বলা চলে। অন্ধ হয়েও তিনি সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর দু'খানি অমর মহাকাব্য।

(২) যোশেফ পুলিৎজার (১৮৪৭-১৯১১) ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা সাংবাদিক, প্রকাশক ও রাজনীতিবিদ। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চল্লিশ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। তার পরবর্তী ২৪টি বছর ও পূর্বের মত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। মৃত্যুর পর তারই প্রদত্ত অর্থে দেয়া হয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সেরা পুলিৎজার পুরস্কার।

(৩) ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (১৮২০-১৯১০) ঃ একজন মহান সেবিকা যাকে বলা হয় Lady with the lamp. তার সেবার কথা কেউ অজ্ঞাত নয়। এই সেবার জন্যই অর্থাৎ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের নার্সিং করার সময় এমন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন যে জীবনে বাকী পঞ্চাশ বছর তাঁকে কাটাতে হয়েছিল পঙ্গু হয়ে।

(৪) বি টোফেন (১৭৭০-১৮২৭) ঃ বত্রিশ বছর বয়স থেকেই কানে কম শুনতেন বিশ্ববিশ্রুত জার্মান সুরস্রষ্টা বিটোফেন। ৪৬ বছর বয়সে সম্পূর্ণ বধির হয়ে পড়েন তিনি।

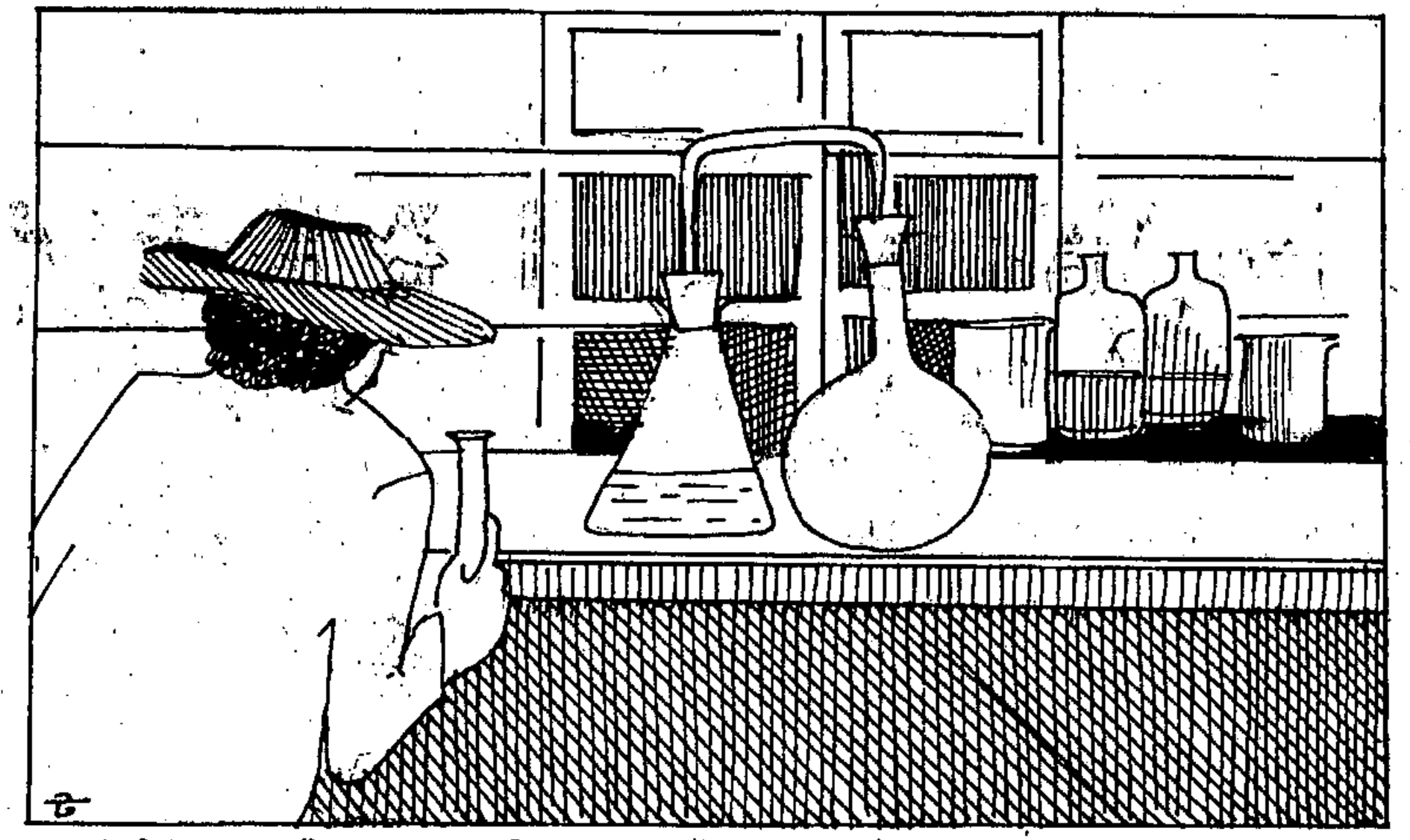

অথচ এই বিটোফেনই সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তী। আশ্চর্যের বিষয় হলো- যন্ত্রসঙ্গীতের গবেষকরা বলেন, বিটোফেনের সেরা সঙ্গীতগুলো রচিত হয়েছিল তিনি সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাবার পরে।

(৫) ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫) ঃ আমেরিকার স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট। ১৯০৪ সালে বক্সিং-এ অংশ নেয়ার সময় বাঁ চোখে আঘাত লাগে। ফলে এ চোখটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ৩৯ বৎসর বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে দু'টি পা-ই পক্ষাঘাতে নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই রুজভেল্টই পরপর চারবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

(৬) জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪) ঃ ইংরেজ কবিদের মধ্যে শেক্সপীয়রের পরপরই যাঁকে স্থান দেয়া হয় তার নাম জন মিল্টন। ৪৩ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে পড়েন। এই অন্ধ অবস্থায় তিনি রচনা করেন ১২ সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অমূল্য এক গ্রন্থ 'প্যারাডাইস লস্ট'।

(৭) হেলেন অ্যাডামস কেলার (১৮৮০-১৯৬৮) ঃ মাত্র ১৯ মাস বয়সে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ ও বধির হয়ে যান তিনি। দেড়বছর বয়সে বধির ও অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছাশক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের জোরে পরবর্তী জীবনে একজন অধ্যাপিকা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ। কমপক্ষে ১০টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। মানুষকে সেবা প্রদান ও সচেতনতার ক্ষেত্রে অক্লান্ত কাজ করে গেছেন। তার স্পর্শ ইন্দ্রিয় এতই তীক্ষ্ণ ছিল যে, রেডিওর উপর হাত রেখে তিনি বিটোফেনের 'নাইনথ সিম্ফনীর' পূর্ণ রস উপভোগ করতে পারতেন।

(৮) লুই ব্রেইলী (১৮০৯-১৮৫২) ঃ ফ্রান্সের লুই ব্রেইলী ছিলেন অন্ধদের আলোর দিশারী। মাত্র তিন বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। খোঁদাই করে লেখা এক ধরনের বইয়ের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখার সময় মাত্র ১৫ বছর বয়সে উঁচু উঁচু অক্ষর তৈরী করে নিজের শেখার পদ্ধতি নিজেই সহজ করে ফেলেন। অন্ধদের লেখাপড়া করার জন্য আজো তাঁর উদ্ভাবিত সেই 'ব্রেইলী পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

(৯) কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২) ঃ মাত্র ১৪ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৬ বৎসর বয়স থেকে শুরু করেন সঙ্গীত চর্চা এবং পরবর্তীকালে ভারতের একজন বিশিষ্ট গায়ক হিসাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছেন। বাংলা, হিন্দু, উর্দু, গুজরাট প্রভৃতি ভাষায় তার প্রায় ২০০০ গান রেকর্ড হয়েছে। শুধু গায়কই নয় তিনি একাধারে ছিলেন সুরস্রষ্টা ট্রেনর, অপেরা মাস্টার এবং অভিনেতা।

(১০) নিকোলাই অস্ট্রোভস্কি (১৯০৪-১৯৩৬) ঃ নিকোলাই অস্ট্রোভস্কি তার ৩২ বছর জীবনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা জীবনের শেষ আট বছরে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই আট বছর তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ। 'দি স্টীল ওয়াজ টেম্পার্ড ও বর্ন অব দি বটম এই দুটো উপন্যাস তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যা অন্ধ অবস্থায় রচিত হয়েছিল।

(১১) দ্য তুৎলৎস লুৎগ্রে (১৮৬৪-১৯০১) ঃ মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাড়ির সিঁড়ি থেকে সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যান তিনি। ফরাসী এ চিত্রকরের ঠিকমত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটেনি ঘটনার জন্য। অথচ বিশ্ববিখ্যাত চিত্র হিসাবে গড়ে ওঠার পক্ষে ত অসুবিধা হয়নি।

(১২) মিগুয়েল দ (১৫৪৭-১৬১৬) লেপ্যানটো য দুঃস্থ অবস্থা অথচ এ কুই উপন্যাস নাম প্রতিষ্ঠিত

❑ মো

তারিখ ... JUL 8 1999